দৈনিক অধিকার
odhikar.news

‘আকার বাড়ছে বাস্তবায়নের সক্ষমতা কমছে’

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

১৫ জুন ২০১৯, ০০:০৬

প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এটি বাস্তাবায়নেরর সক্ষমতা কমছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান।

তিনি বলেন, গত কয়েকবছরের বাজেট পর্যালোচনা বোঝা যায় আগামী অর্থবছরেও এমন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আর সেখান থেকেই তা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ আরও বড় হবে।

শুক্রবার (১৪ জুন) মহাখালী ব্র্যাক ইন সেন্টারে ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের আয়োজনে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় যোগ দিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি।

আকবর আলি খান বলেন, বাজেটে আয়-ব্যয়ের যে সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি অর্জন হবে না। বিশেষ করে কয়েক বছর ধরে অবাস্তব সংখ্যার বাজেট পাস হচ্ছে।

সংসদে বাজেট পেশ হওয়ার পর সাংসদদের মতামত ছাড়া তা পাশ হওয়াকে নেতিবাচক হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ‘সংসদে বাজেট নিয়ে আলোচনা করা ইতিবাচক। তবে তা হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপন করেন, তাই অনুমোদন হয়। অথচ সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে, সংসদের প্রতিনিধিদের মতামত ছাড়া কোনো কর আরোপ করা যাবে না। অথচ বাস্তব চিত্র ভিন্ন কথা বলে।’

বাজেট প্রতিক্রিয়ায় আকবর আলি খান (ছবি- দৈনিক অধিকার)

তিনি আরও বলেন, দেশে প্রতিনিয়ত ধনী দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের বার্ষিক গড় হার কমে যাচ্ছে। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি কী করে উত্তরণ করা হবে, তার কোনো ঘোষণা নেই বাজেটে। অপরদিকে আঞ্চলিক বৈষম্যও বাড়ছে। অনেক জেলায় ৫০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। এ বৈষম্য দূরে কোনো কার্যকর উদ্যোগ বাজেটে নেই।

প্রসঙ্গত, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে জাতীয় সংসদদে। ১৩ জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সংসদে এ বাজেট উপস্থাপন করেন। এবারের বাজেট বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ বড় বাজেট। গত অর্থ বছরে বাজেটের পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা।

এসময় আরও বক্তব্য রাখনে, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ, আইপিডিসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মমিনুল ইসলাম প্রমুখ।